দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 0 2 NOV 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৭ ...

42

নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি ঃ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা

গতকাল এক সরকারী প্রেস নোটে বলা হয়, এস এস সি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি বহালের দাবীতে ছাত্র-বিক্ষোভ সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় যেসব খবর ছাপা হইয়াছে সেসব খবরের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য সরকার দৃঢ়ভাবে

(২য় পৃঃ ৬-এর কঃ দ্রঃ)

ব্যাখ্যা

(১ম পৃঃ পর)

ঘোষণা করিতেছে যে, সুধী সমাজ ও বিশেষজ্ঞ পর্যায়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যালোচনার পর ১৯৯২ সনের এস এস সি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র পদ্ধতি চালু করা হইয়াছে। এস এস সি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র বাতিলের কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা পদ্ধতি অবশ্যই বহাল থাকিবে। তবে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ও এসএসসি পরীক্ষার মান বজায় রাখার লক্ষ্য নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নপত্র গৃহীত পরীক্ষা পদ্ধতিকে আরো কার্যকর ও ফলপ্রসূ করিয়া তোলার জন্য অনুমোদিত সিলেবাসের মধ্য হইতে নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন করা হইবে এবং যেসকল বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক রচনামূলক ও ব্যবহারিক অংশ রহিয়াছে সেসকল বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক প্রতিটি অংশে ন্যূনতম ১২ নম্বর পাইতে হইবে। যেসকল বিষয়ে প্রতি পত্র ৫০ নম্বরের নৈর্ব্যক্তিক এবং ৫০ নম্বরের রচনামূলক অংশে বিভক্ত, সেসকল বিষয়ে পাসের জন্য প্রতি অংশে ন্যূনতম ১৫ নম্বর পাইতে হইবে।